ইস্তেহাযার আহকাম

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি একজন ইস্তিহাযাহ্ বা রক্তপ্রদর রোগগ্রস্ত নারী। কখনো এ রোগ থেকে মুক্ত হই না। তাই আমি সালাত আদায় করা কি ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন,

لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

“না, তুমি সালাত আদায় ছাড়বেনা। কেননা, এ হায়েয না বরং একটি শিরা নিঃসৃত রক্ত। তাই যখন হায়েয দেখা দিবে তখন শুধু সালাত আদায় করবেনা। আর যখন হায়েয ভাল হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে।”

উল্লেখ্য- মুস্তাহাযাহ নারী এবং পবিত্র নারীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

(১) মুস্তাহাযাহ নারীর উপর প্রতি নামাযে ওযু করা আবশ্যক। নবী সা. ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেন,

ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاةٍ

“তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু কর” বুখারী-৩২৫

(২) মুস্তাহাযাহ নারী যখন ওযু করার ইচ্ছা করবে তখন রক্তের দাগ-চিহ্ন ধৌত করে যোনীতে তুলা দিয়ে পট্টি বেঁধে নেবে, যেন উক্ত তুলা রক্তটাকে আঁকড়ে ধরে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. হামনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন,

أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ, فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ

"আমি তোমাকে লজ্জাস্থানে নেকড়া তুলা (প্যাড) ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা নেকড়া বা তুলা রক্তটাকে টেনে নিবে।" তিরমীযী

রক্তের দাগ-চিহ্ন পরিষ্কার করে যোনীতে তুলা দিয়ে পট্টি বাঁধার পরেও যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম সা. এর হাদীস রয়েছে যে তিনি ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রা. কে নির্দেশ দিয়েছেন

اجْتَنِبِيْ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكَ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ, ثُمَّ صَلِّيْ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ

"যে কয়দিন তুমি ঋতুস্রাবে আক্রান্ত থাকবে সে কয়দিন নামায থেকে বিরত থাকবে। তারপর গোসল করে প্রতি নামাযের জন্য ওযু কর এবং নামায আদায় কর, যদিও রক্ত প্রবাহিত হয়ে চাটাইর উপর পরে তাতেও কোন অসুবিধা নেই।"

অবিরাম ইস্তেহাযার রক্ত নির্গত হলে...
দুইটি অবস্থা; ক. হয়তো থেমে থেমে খ. নতুবা অবিরত

ক. যদি তা অবিরাম না চলে এবং নামাযের সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া তার অভ্যাস হয়, তাহলে যে সময়ে বন্ধ থাকে নামাযের সময় চলে যাওয়ার ভয় না থাকলে নামাযকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। আর নামাযের সময় চলে যাওয়ার ভয় থাকলে অযু করে নামায আদায় করে নিবে। এক্ষেত্রে কম-বেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

খ. তবে যদি তা অবিরামভাবে চলে, তাহলে অযু ভঙ্গ করবে না। কিন্তু নামাযের সময় হলে সে নামাযের জন্য অযু করবে এবং ঐ অযুতে ঐ ওয়াক্তের ফরয ও নফল নামাযসমূহ আদায় করবে। অনুরূপভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে এবং তার জন্য বৈধ সব কাজ সে করতে পারবে। যেমনিভাবে মূত্রবেগ ধারণে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ফুকাহাগণ এ বক্তব্যই পেশ করেছেন।

হায়েযের অভ্যাস সংক্রান্ত মাসআলা

নবী (সা.) এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে এক মহিলার (হায়েয-নিফাসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পরও) রক্তস্রাব হতো। উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট ঐ মহিলার জন্য কি বিধান তা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيهِ

"সে যেন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হবার আগে মাসের যে কয়দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুনে রাখে এবং প্রতিমাসে সেই ক'দিন সালাত সে ছেড়ে দেয়। ঐ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে যে যেন গোসল করে নেয়, অতপর (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেধে সালাত আদায় করে।" আবু দাউদ-২৭৪

অর্থাৎ ১০ দিনের বেশী রক্তপাত হতে থাকলে; এক্ষেত্রে আহকাম হলো; সংশ্লিষ্ট নারীর যদি এটিই; তার জীবনের প্রথম হায়েয হয়; তাহলে ১০ দিন পর্যন্ত হায়েয ধরা হবে। আর রক্তপাতের অবশিষ্ট দিনগুলিকে ইস্তেহাযা হিসাবে গণ্য করা হবে। (কারণ তার পূর্বের কোন অভ্যাস নেই; তাছাড়া যেহেতু এটিই হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা) ।

পক্ষান্তরে যদি তার আগে হায়েয হয়েছে এমন হয়; তাহলে এসব নারীর ক্ষেত্রে হুকুম হলো; ১০ দিনের ভিতরে রক্ত বন্ধ হলে; পুরোটাই হায়েয হিসাবে বিবেচিত; আর যদি ১০ দিন ক্রস করে; তাহলে (এক্ষেত্রে ১০ দিন নয় বরং) পূর্বের মাসের হায়েজের দিনগুলি মাইনাস করতঃ অবশিষ্ট দিনগুলিকে ইস্তেহাযা হিসাবে গণ্য হবে।

পুরো বিষয়টি নিম্নে চার্টে খোলাসা করা হয়েছে

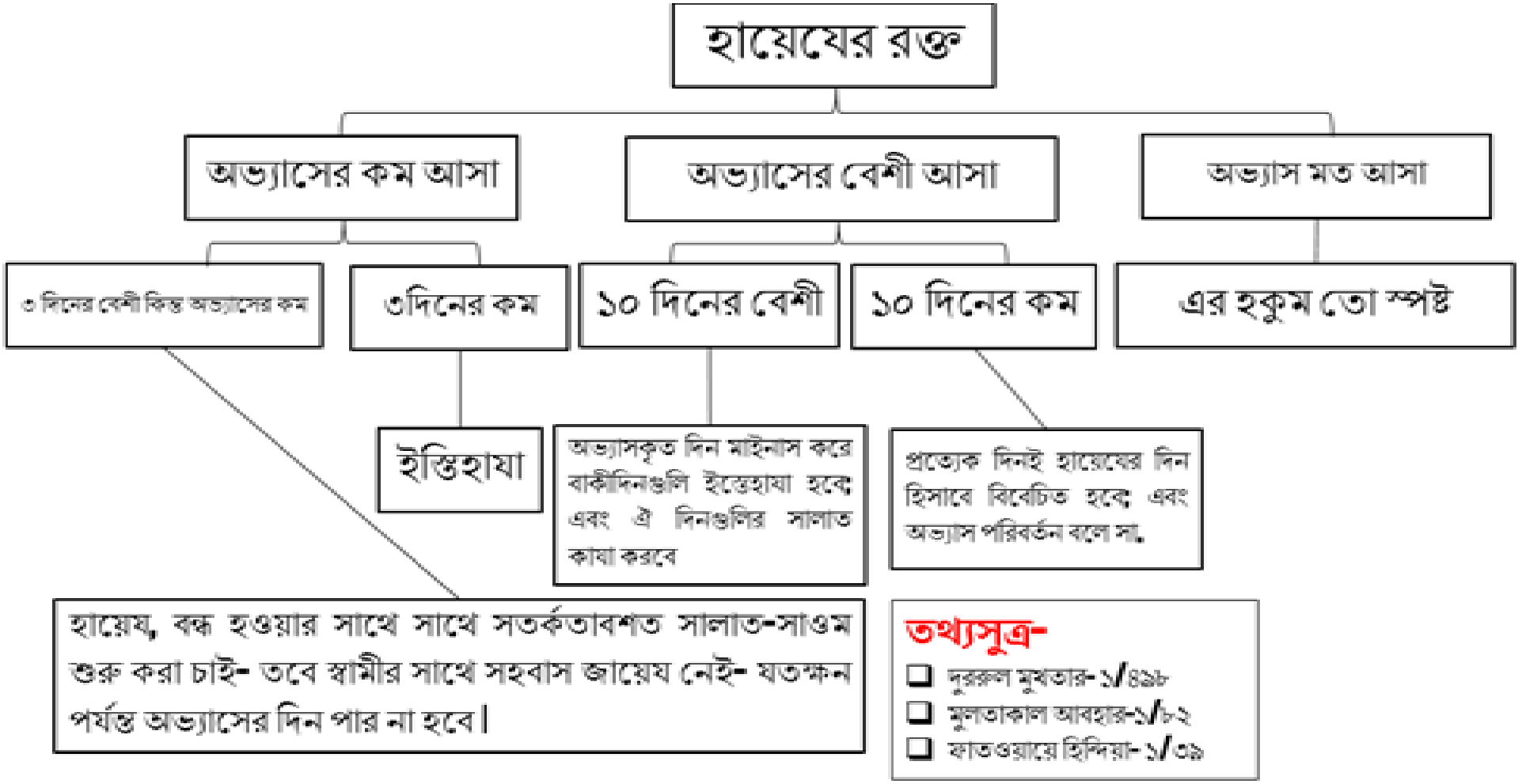

কয়েকটি প্র্যাকটিকাল উদাহরণ

- কারো জীবনের প্রথম রক্তস্রাব শুরু হয়েই ১০ দিনের বেশি হলে, ১০ দিন ১০ রাত হায়েয ধরবে, বাকি দিন ইস্তেহাযা ধরবে। আর প্রতিমাসে এমন হলে প্রতিমাসেই একই নিয়ম মেনে চলবে।

- কারো যদি প্রতিমাসে ৩ দিন রক্তস্রাব হয় তাহলে তার অভ্যাস ধরবে ৩ দিন। ৪ দিন হলে ৪ দিন, ৭ দিন হলে ৭ দিন। কিন্তু ধরুন কারো অভ্যাস নিয়মিত ৬ অথবা ৭ দিন। তো হঠাৎ একমাসে তার হায়েয হলো ১০ দিনের বেশি। তখন পুরো ১০ দিন হায়েয না ধরে আগের মাসের অভ্যাস অনুযায়ী ৬ অথবা ৭ দিন হায়েয ধরবে। বাকি দিনগুলো ইস্তেহাযা ধরবে।

- কারো অভ্যাস ৩ দিন। কিন্তু একমাসে তার ৪ অথবা ৫ দিন রক্তস্রাব হলো; তখন বুঝতে হবে তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে। আর যদি ১০ দিনের বেশি রক্তস্রাব হয় তখন ৩ দিন অভ্যাস ধরবে এবং বাকিদিনের নামাজ কাযা করবে।

দু'টি শর্ত সাপেক্ষে হায়েয প্রতিরোধ করে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয

১ম শর্তঃ ঔষধ ব্যবহারে কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

২য় শর্তঃ হায়েয বা রক্তস্রাবের সাথে স্বামীর যদি কোন ব্যাপার সম্পৃক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই তার অনুমতি নিয়েই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। যেমন তালাক প্রদান করার পর স্ত্রীর ইদ্দতকালীন; খরচাদি সরবরাহকারী স্বামী; তালাকে বাঈন দেয়ার পর; স্ত্রীর দ্বিতীয় হায়েযের অপেক্ষাকৃত স্বামী ইত্যাদি।

উল্লেখ্য: দুটি শর্তের উপর ভিত্তি করে জায়েয হলেও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ব্যবহার না করাই উত্তম এবং শ্রেয়। কেননা প্রাকৃতিক বিষয়কে তার স্বগতিতে ছেড়ে দেওয়া শারীরিক সুস্থতার জন্য ভাল।

হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধের ব্যবহারও দু'টি শর্ত মোতাবেক জায়েয

১ম শর্তঃ কোন ফরয বা ওয়াজিব কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহার না করা। যদি এমনটি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোন ফরয বা ওয়াজিব পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যদি ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে তা নাজায়েয হবে।

২য় শর্তঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্যবহার করতে হবে। কারণ, এর কারণে স্বামী নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

হায়েয-নিফাস শেষ হয় কখন?

শুধু সাদা স্রাব আসার ওপর হায়েয নিফাস শেষ হওয়ার আলামত নয়। সাদা স্রাবের অপেক্ষা করে নামায বন্ধ রাখা যাবে না বরং যখন স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী রক্ত বন্ধ হবে তখন থেকেই পবিত্র হয়ে নামায পড়া শুরু করবে। তবে সতর্কতার জন্য যেই ওয়াক্তে হায়েজ বন্ধ হবে ঔ ওয়াক্তের নামাযকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪৮২, ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৯-৪৯০

হায়েয অবস্থায় যেসব আমল করা জায়েয

মাসিক বা স্রাবের দিনগুলোতে নারীগণ দুআ-দরূদ, যিকির-আযকার, তাসবীহ-ইস্তিগফার সবই করতে পারবে। তবে এ অবস্থায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা যাবে না। কিন্তু দোআর নিয়তে কুরআনের দোআ রিলেটেড আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করতে পারবে। আবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেও পারবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, মা'মার রাহ. বলেন,

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ،عَنِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَيَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَقْرَآنِ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: لَا.

"আমি যুহরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুমতী নারী ও যার উপর গোসল ফরয হয়েছে সে আল্লাহর যিকির করতে পারবে? তিনি বললেন,হাঁ পারবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে? তিনি বললেন, না। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ১৩০২